দৈনিক ইত্তেফাক 29

তারিখ 29 JUN 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

সিনেট সভা শুরু

অচিরেই ঢাকা ভার্সিটির সেশন জটের অবসান হইবে ভিসি

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ গতকাল (শনিবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সিনেট অধিবেশনে উদ্বোধনী অভিভাষণে ভিসি প্রফেসর এ, কে আজাদ চৌধুরী আগামী শিক্ষাবর্ষে শিক্ষা ও গবেষণার মানকে আরও

(১১শ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

সিনেট সভা

(১ম পৃঃ পর)

উন্নত করিয়া দক্ষ জনশক্তি গড়িতে শান্তিপূর্ণ শিক্ষার পরিবেশ, মুক্ত বুদ্ধির চর্চা, জ্ঞানসৃজন ও বিতরণের উপর গুরুত্বারোপ করিয়াছেন। তিনি বলেন, আগামী শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য যে দায়িত্ব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর বর্তায় তাহা সাফল্যজনকভাবে আমরা সম্পাদন করিতে চাই। তিনি বলেন, অচিরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশন জটের নিরসন হইবে।

গত শিক্ষাবর্ষে অনির্ধারিত ক্লাস বন্ধ ছিল ২২ দিন। গতকাল বিকাল সাড়ে ৩টায় সিনেট কক্ষে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনের শুরুতে কোরান তেলাওয়াত, ত্রিপিটক ও গীতা পাঠ, শোক প্রস্তাব গ্রহণ ও একাত্তরের শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালনের পর ভিসি তাহার অভিভাষণে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও গবেষণা সম্প্রসারণ ও মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশকিছু বিভাগ, ইন্সটিটিউট এবং রিসার্চ সেন্টার খোলার ব্যাপারে কিছু প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। পরে সিনেটর হাবিবুর রহমান খান কর্তৃক উত্থাপিত জামায়াত-শিবিরের নিকট হইতে কাটাবন মসজিদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্ত করার দাবীর প্রেক্ষিতে তাহাকে আহ্বায়ক করিয়া ৯ সদস্য-বিশিষ্ট 'কাটাবন মসজিদ উদ্ধার সিনেট কমিটি' গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যরা হইলেন প্রফেসর সাদ'উদ্দিন, প্রফেসর শাহাদত আলী, প্রফেসর আবদুল মান্নান চৌধুরী, খ, ম, জাহাঙ্গীর এমপি, সৈয়দ রেজাউর রহমান, প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম খান, ডঃ হারুন অর রশীদ ও আজিজুল ইসলাম ভুঁইয়া। ইহাছাড়া 'গোলাপী' দল হইতে নির্বাচিত সিনেটর প্রফেসর সাদ'উদ্দিনের প্রস্তাব ও নীল দলের সিনেটরদের সমর্থনের প্রেক্ষিতে ভিসি ও সিনেট সভাপতি প্রফেসর আজাদ চৌধুরী দৈনিক ইনকিলাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিজ্ঞাপন না দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রফেসর সাদ উদ্দিন তাহার প্রস্তাবের সমর্থনে বলেন, এই পত্রিকাটি মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামে কুৎসা রটাইতেছে।

অধিবেশনে বক্তৃতাকালে প্রফেসর ম, আক্তারুজ্জামান বলেন, ভিসি যে পরিকল্পনা নিয়াছেন তাহা বাস্তবায়নে 'সাধ ও সাধ্যের' সমন্বয় দরকার।

প্রফেসর মোস্তফা চৌধুরী বলেন, কোন ছাত্র সংগঠনকে সন্ত্রাসের জন্য ক্ষমা করা যাইবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করিতে শিক্ষকরা ভিসিকে সহযোগিতা দিবে। সাদা দলের ডঃ ইউসুফ হায়দার বলেন, হলগুলিতে খাবারের মান উন্নয়নে সাবসিডি প্রদানের জন্য সরকারের নিকট দাবী জানান। তিনি 'ইনফরমেশন এণ্ড কমিউনিকেশন সায়েন্স' নামে একটি বিভাগ খোলারও দাবী জানান। অধ্যাপক আলী আশরাফ এমপি বলেন, ক্যাম্পাস সন্ত্রাসের লীলাভূমিতে পরিণত হইয়াছে। এখন সন্ত্রাসের ভয়ে আমরা ভুলেও ক্যাম্পাসে পা রাখি না। আক্তারুজ্জামান এমপি বলেন, সম্পদের স্বল্পতায় জ্ঞানের চর্চা দিয়া আমাদের দেশের অভাব দূর করিতে হইবে। প্রফেসর নূরুল আমিন ব্যাপারী বলেন, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বিশ্ববিদ্যালয়েও বিস্তার লাভ করিতেছে। যে সন্ত্রাস ৭২ হইতে ৭৫ সালে আমরা দেখিয়াছি। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কোটার ছিদ্র দিয়া যেন সন্ত্রাসীরা ভর্তি হইতে না পারে। মনোয়ার হোসেন রানা, কাটাবন মসজিদের পাশাপাশি গুরুদুয়ারা নানকশাহীও উদ্ধার করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করার দাবী জানান।

উহাছাড়া খালেদা খানম এমপি, আজিজুল ইসলাম ভুঁইয়া, প্রফেসর শাহাদত আলী, প্রফেসর হোসেন মনসুর, হাবিবুন নবী সোহেল প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

সিনেট অধিবেশন আজ (রবিবার) বিকাল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত মুলতবী করা হইয়াছে। আজ বাজেট উপস্থাপন করা হইবে।